General Certificate of Education
Advanced Subsidiary Examination
June 2010

Bengali BENG1

Unit 1 Reading and Writing

Insert

Text to be used when answering Section 1

Text for use with **Section 1**

ছুটির অবসরে

জানুয়ারি মাসে লন্ডনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। আমরা অর্থাৎ আমার বাবা, বোন লোপা আর আমি — প্রতি বছরই ইংল্যান্ডে বেড়াতে আসি এই সময়ে। গ্রীষ্মকালে কখনও আসা হয়ে ওঠেনি, কারণ বছরের ঐ সময়টা বাবার অফিসে ভীষণ কাজের চাপ থাকে। ম্যানচেস্টারের ওল্ডহ্যামে ছোটো খালার বাড়ি। প্রতি বছর খালার কাছে ছুটি কাটাতে আসি। দেশে ফেরার পথে লন্ডনে থেকে যাই তিন-চার দিন। লন্ডনে একমাত্র ওয়েস্টমিন্সটার অ্যাবি ছাড়া, আমাদের দেখার তেমন কিছু নেই। রানীর বাড়ি, বিগ বেন, স্পেন্সার হাউস, সেন্ট পলস গীর্জা, টাওয়ার ব্রিজ, মাদাম তুসো, লন্ডন চিড়িয়াখানা — সবই দেখা হয়ে গেছে। তবে লোপার দুঃখ কখনও 'লন্ডন আই'তে চড়া হয়নি। কারণ শীতের সময় 'লন্ডন আই' বন্ধ থাকে। যাই হোক, এবার শিশির ভেজা সকালে সবাই মিলে বের হলাম অ্যাবি দেখার উদ্দেশে।

পাতাল (টিউব) রেলে এসে নামলাম সেন্ট জেমসেস পার্কে। স্টেশন থেকে বের হয়ে অ্যাবির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। এতো উঁচু এবং পুরোনো অ্যাবি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আমার ধারণা ছিলো এটা একটা চার্চ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু দেখার পর সে ভুল আমার ভাঙলো। রাজাদের সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠান তথা রাজা-রানীর মৃত্যুর পর তাঁদের সমাধিও দেওয়া হতো এই অ্যাবি চত্বরে। এর ভিত্তি স্থাপিত হয় ৬১৬ সালে। তখন অ্যাবির নাম ছিলো থর্ন আয়ল্যান্ড। ১০৫০ সালে রাজা এডওয়ার্ড একে পূর্ণাঙ্গ অ্যাবিতে রূপান্তরিত করে এর নতুন নাম দেন। ১০৬৬ সালে প্রথমবারের মতো রাজা হ্যারল্ডের সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠান হয় এখানে। এর পরবর্তী সব রাজাদের মাথায় রাজমুকুট পরানো হতো এখান থেকে। আমরা ভিতরে ঢুকে সোজা চলে গেলাম প্রার্থনা-ঘরে। ১৯৯৭ সালে যে-বেদীর উপর প্রিন্সেস ডায়ানার মৃতদেহ রাখা হয়েছিলো, তা আগের মতোই আছে। ১৯৮১ সালে যে-সিংহাসনে বসে প্রিন্স চার্লস আর ডায়ানার বিয়ে হয়েছিলো, তা আমরা আগেই দেখেছি। সেটি আছে সেন্ট পল্‌স গীর্জায়। এর পর আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম অ্যাবির সদর-অন্দর। প্রার্থনা-ঘর ছাড়া এটি হলো এক বিশাল সমাধি-ক্ষেত্র। চারদিকে সুবাস। সোনার ক্যাসকেডে রাখা আছে রাজা-রানীদের দেহ। ১২৭২ সালে রাজা তৃতীয় হেনরির মৃত্যুর পর থেকে এখানে সমাধি তৈরি করার রীতি চালু হয়। প্রতি বছরই দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীরা এখানে ভিড় জমায়।

অ্যাবি থেকে বেরিয়ে দুপুরের রোদে বন্ড স্ট্রীটের দিকে হাঁটতেই মাঝ-রাস্তায় চোখে পড়লো কতোগুলো রেস্টুরেন্ট। ইতিমধ্যে আমাদের ভীষণ খিদে পেয়েছিলো, তাই একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকে সুস্বাদু পিৎসা আর সালাদ খেয়ে নিলাম। খাওয়ার শেষে পড়ন্ত বিকালে আনমনে হাঁটতে লাগলাম টেমসের প্রমোদ-তরীর দিকে। নৌকার শব্দে আর স্রোতের টানে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগলো অ্যাবির চূড়া।

Copyright © 2010 AQA and its licensors. All rights reserved.